যুগান্তর

তারিখ 27 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ৩

উদ্যোগ

নৌকায় স্কুল ও গ্রন্থাগার

দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা এবং মেঘনার ৯২ ভাগ পানিই বাংলাদেশের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যা পৃথিবীতে তৃতীয় সর্বোচ্চ এবং আমাজন ও কংগো নদীর পরেই এর অবস্থান। নদীনির্ভর যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে দেশের নদী-অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই প্রতি বর্ষা মৌসুমে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, বাংলাদেশের ৫০ ভাগ মালামাল নৌপথে পরিবহন করা হয় এবং ৩০ ভাগ মানুষ তাদের দৈনন্দিন চলাচলের জন্য নৌপথের ওপর এখনও নির্ভরশীল। এখানকার কৃষি কাজের জন্য নদী অপরিহার্য, কিন্তু চাষাবাদ পদ্ধতি এবং কীটনাশক মিশ্রিত ক্ষেতের পানির ধারা নদীর জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন নদীগুলো শিশুদের জন্য শিক্ষা এবং কৃষকদের কাছে পরিবেশবান্ধব কৃষি পদ্ধতির ধারণা পৌঁছে দেওয়াকে কঠিন করে তুলেছে, ঠিক তখনই সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা নৌকা স্কুল, নৌ-গ্রন্থাগার এবং মোবাইল ইন্টারনেট শিক্ষা ইউনিটের মাধ্যমে নাটোর, পাবনা ও সিরাজগঞ্জের চলনবিল অধ্যুষিত নদ-নদী, খাল-বিল এবং জলাশয়ে শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তি সুবিধা পৌঁছে দিয়ে প্রমাণ করেছে নদীগুলো তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কখনও বাধা হতে পারে না, বরং নদীই বর্তমান সময়ে যোগাযোগের একটি অন্যতম মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক আবুল হাসানত মোহাম্মদ রেজোয়ান বললেন, 'নদী বিধৌত এসব এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা এতটাই খারাপ যে, এখানকার ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না। কিন্তু স্কুলটাই যখন তাদের কাছে চলে যায় তখন পড়াশোনা করাটা তাদের জন্য সহজ হয়ে পড়ে।' নৌকায় মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর এবং বই গ্রামের জনগণের কাছে শিক্ষা ছাড়াও জমিতে পরিবেশ উপযোগী চাষাবাদের পদ্ধতি, মানবাধিকার ও স্বাস্থ্যসেবা ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। সৌরশক্তি ব্যবহার করে নৌকাগুলোতে কম্পিউটার চালানো হচ্ছে।

ভ্রাম্যমাণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে নৌকাস্কুল নদী-নালা, খাল-বিল ও জলাশয় বেষ্টিত এলাকায় অতি সহজেই প্রবেশ করে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্রছাত্রী তুলে নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থলে পৌঁছে ক্লাস শুরু করে। প্রতিটি নৌকায় একটি কম্পিউটার ও ৫০০ বইয়ের ছোট গ্রন্থাগারসহ একটি ক্লাসরুমে চারটি শিফটে প্রায় ১২০ জন ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করে, যাদের অধিকাংশ শ্রমজীবী ও ভূমিহীন পরিবারের সুবিধাবঞ্চিত শিশু। হরদমা নৌকাস্কুলের ছাত্রী আশা খাতুন বলেন, 'আমাদের কষ্ট করে পায়ে হেঁটে দূরের স্কুলে যেতে হয় না, স্কুলই আমাদের কাছে আসে। এখন বাড়িতে থেকেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে লেখাপড়া শিখতে পারছি।' দেড় হাজারেরও বেশি বই এবং চারটি কম্পিউটার সমৃদ্ধ নৌ-গ্রন্থাগারের সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই শিক্ষা কর্মসূচির জন্য সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা বিশেষ ধরনের নৌকা তৈরি করেছে। এই নৌকাগুলোতে স্কুল, লাইব্রেরি ও ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে। নৌকায় শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিকভাবে চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট উচ্চতার ছাদ স্থাপন করা হয়েছে এবং বাতাস চলাচলের জন্য রয়েছে হাই উইন্ডো যাতে ক্লাস চলাকালে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ যেন কোনভাবে বিঘ্নিত না হয়। নৌকার মধ্যবর্তী জায়গা স্থানীয় নৌকার তুলনায় অনেক প্রশস্ত এবং নৌকার তলা সমান। ফলে সিধুলাইয়ের এই নৌকাগুলো মাত্র দুই ফুট গভীর পানিতেই চলাচল উপযোগী।

সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা নদীর তীরবর্তী মানুষের কাছে প্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার এবং অন্যান্য তথ্য পৌঁছে দিয়েছে। সফল নৌকা স্কুল, লাইব্রেরি এবং মোবাইল ইন্টারনেট শিক্ষা ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সিধুলাই প্রযুক্তিগত দূরশিক্ষণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে। সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা তাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে সুদৃঢ়— লক্ষাধিক মানুষকে শিক্ষাদান এবং আত্মনির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্য স্থির করেছে। নদীর পরোক্ষ দূষণের উৎস রোধসহ কীটনাশক ব্যবহার কমানো, কৃষির উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকের আয় ৮০ শতাংশে উন্নীত করা ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

□ অধ্যাপক আতাহার হোসেন